Registered No 15.

অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থ ভাগ | ২১পৌষ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৮ সাল ৪জানুয়ারি ১৮৭১ খৃঃঅব্দ | ৪১ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা ।

২১ বৃহস্পতিবার

বাবু শ্যামাচরণ দেরই ইংলণ্ডে যাইবার সাব্যস্ত হইলে অনেক সাহেব বিরক্ত হইয়া লর্ডমেওর নিকট প্রার্থনা করেন যে এত বড় গুরুতর কার্য্যে বঙ্গালিকে না দিয়া এক জন ইংরেজকে পাঠান কর্ত্তব্য। কিন্তু বিলাতে হারিসন সাহেব বাবু শ্যামাচরণ দের গুণ বিশেষ অবগত আছেন, কারণ শ্যামচরণের কাছে তাঁহার শিক্ষা। তিনি ষ্টেট্ সেক্রেটারির প্রতীতি জন্মাইয়াছেন যে এই হিসাবের আবর্জ্জনা পরিস্কার শ্যামাচরণ ব্যতীত আর কেহ করিতে পারিবে না ষ্টেট্ সেক্রেটরিও বিশেষ করিয়া তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া টেলিগ্রাফি করেন, সুতরাং লর্ড মেও শ্যামাচরণ বাবুকেই পাঠাইতে বাধ্য হইতেছেন।

বোম্বাই হইতে ফাইনেন্স কমিটিতে সাক্ষ্য প্রেরণ নিমিত্ত ১৫০০ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। আমাদের এখান হইতেও দুই এক জন পাঠাইতে পারিলে হইত। রাজস্ব সংক্রান্ত আমাদের দেশস্থ লোকে কি জানে, কিছুই জানে না, কিন্তু আমাদের দেশের ভুমির কর সম্বন্ধে অনেক কথাআছে যাহা ইংরাজেরা অপেক্ষা এতদ্দেশীয়েরা অধিক জানিতে পারেন। ৪।৫ হাজার টাকা তুলিয়া এই রূপ দুই জন লোক যাহারা এদেশের কিম্বা ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদয় সংবাদ অবগত আছেন তাঁহা দিগকে পঠাইতে পারিলে হইত।

পাইওনিয়ার পত্রিকার কিছু আশু বিপদ দেখা যাইতেছে। শুনিতেছি গুজরাটের রাজার বিরূদ্ধে তিনি কি প্রকাশ করেন, উহা গ্লানি সুচক বলিয়া রাজা তাহার নামে নালিস করিতে যাইতেছেন। মকদ্দমা এলাহাবাদ হাইকোর্টে হইবে। প্রকৃত এই রূপ দুই একটী মকদ্দমা না করিলে করদ রাজা গণের আর শান্তি হইবে না। দিন কয়েক কাল ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া কাশ্মীরের রাজাকে অস্থির করিয়া দেন। সকল করদ রাজাই এই রূপে এক এক বার বিপদগ্রস্থ হইয়াছেন। এই গুজরাটের পূর্ব্বকার রাজাকে লইয়া সংবাদ পত্রে কে না কত আমোদ করিয়াছেন। আবার এখন কার রাজাকে লইয়া ঐ রূপ আমোদ হইতেছে। কথা হইতেছে এই সকল ইংরাজেরা আপনা দিগকে কর্ত্তা ভাবেন, তাঁহারা যদি করদ রাজা গণের নিকট যথোচিত সমাদর না পান তবে একেরারে মস্ত রাগ করেন, রাগ করিয়া আর কিছু করিতে পারেন না, যত রাগ সংবাদ পত্রের দ্বারা ঝাড়েন, কিন্তু সংবাদ পত্রের সম্পাদক গণের এই রূপ সমুদায় লেখক গণকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।

আমাদিগের দুইটী বৃহৎ বৃহৎ উৎসব আসিতেছে। এক মাঘ মেলা, আর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বাৎসরিক উৎসব। ব্রাহ্ম দিগকে এখনিই উৎসাহান্বিত দেখা যাইতেছে, ভরসা করি দূর দেশ হইতে ব্রাহ্ম গণ এই উৎসব উপলক্ষে আগমন করিবেন। মাঘমেলার কত দুর কি হইয়াছে এখন জানিতে পাই নাই।

মনুষ্য কেবল উড়িতে পারে না। নচেত্ সর্ব্বপ্রকার অঙ্গচালনায় পটু। এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহার মস্তকে ৬০ খান, উরু ও পদে ৬০ খান, বাহু এবং হস্তে ৬২ খান, বুক পীঠে ৬৭ খান অস্থি আছে। এবং ৪৩৪ মাংস পেসী আছে। এক মিনিটে তাহার হৃদয় ৬৪ বার, এক ঘণ্টায় ৩৮৪০ বার, এবং একদিনে ৯২১৬০ বার সঞ্চালিত হয়। এক ঘণ্টায় তিনবার করিয়া তাহার শরীরের শোণিত সঞ্চালিত হয়। বল এবং আকারের বৃহত্বের উপর গতির নির্ভর করেনা। স্লথ নামক পশুর আকার ক্ষুদ্রনহে, কিন্তু সে একদিনে ৫০ পার বেশী যাইতে পারে না। কীট ৫০ সেকেণ্ডে ৫ ইঞ্চ স্থান যাইতে পারে। কিন্তু একটী পক্ষী আপন শরীরের দুই কোটী গুণ পরিমাণ পথ এক ঘণ্টায় যায়। কৃষ্ণ ষাঁড়েরা দুই মিনিটে এক ক্রোশ যায়। তাতার দেশীয় বন্য খচ্চর তাহার অপেক্ষাও অধিক যাইতে পারে। শকুন্তেরা এক ঘণ্টায় ২৭ ক্রোশ যাইতে সক্ষম। প্রবল ঝড় এক ঘণ্টায় ৩০ ক্রোশ এবং শব্দ এক সেকেণ্ডে ১১৪২ ফিট চলিবে।

যশোহরের পীড়া কমে নাই, কল্য এক পত্র পাইয়াছি তাহাতে লেখা আছে যে এখন অনেক মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি যশোহরের সমুদায় হাকিমগণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। জজ সাহেব রিচার্ডসন এমন ভাল লোক ছিলেন জ্বরে খিট্ খিটে হইয়া লোক্ কে গালি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পার্ক সাহেব মাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্টও পীড়িত। কুনিয়ান খান, আর লেপ মুড়ি দেন। অন্যের পীড়া হইলে যদি হর্ষ প্রকাশিতে দোষ না থাকিত তবে আমরা এখন খুপ হর্ষ প্রকাশ করিতাম। সাংক্রামিক জ্বর বস্তুটা কি অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারেন নাই কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেবকে ধরিয়াছে আর ইহার উপরে যদি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারির মধ্যে জন কয়েককে ধরে তবে জ্বরে প্রপীড়িত প্রজাগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি হইতে পারে।

আবার মনরো সাহেব আসিয়াছেন, শুদ্ধ আসা নয় আবার যশোহরে যাইতেছেন। অতএব যশোহরের পক্ষে দুইটা শুভ সংবাদ। এক পার্ক সাহেব যাইতেছেন আর মনরো আসিতেছেন। এই সংবাদে যশোহরের মধ্যে হুলুস্থুলু লাগিয়া যাইবে তাহার সন্দেহ নাই আমলা, মিদার, নীলকর, ও দুষ্ট লোকে সকলে এখন সশঙ্কিত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। মনরো সাহেব যেখানেই বদলি হউন, যশোহরকে করিয়া তাঁহার টান কখন কমে নাই। যশোহরকে তিনি তাঁহার নিজের জেলা বলেন, যশোহরের লোকের ও তাহাকে করিয়া বিশেষ ভক্তি আছে।

যশোহর হইতে আমরা এই পত্র খানি পাইয়াছি, পোলিস ইনস্পেক্টর গঙ্গাধর বাবু সম্ভবত গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ পুরস্কৃত হইবেন।—

"মামুদপুরের ২জন লোক কলিকাতা হইতে প্রায় ৭সাত শত টাকার কাপড় খরিদ করিয়া লইয়া যায়॥ যে রাত্রে মামুদপুরের বাজারে পৌছেঁ সেই সময় রাত্রে ১৩ জন হিন্দুস্থানী ডাকাইতি গণ উক্ত দোকানে যাইয়া দোকানে থাকিয়া একটী বালককে মারপীট করিয়া প্রায় এক শত টাকা নগদ ডাকাইতি করিয়া লইয়া যায়॥ পর দিবস উহারা পশ্চিম দেশীয় লোক সঙ্গে লইয়া মাগুরার ইনেস্পেক্টার কয়েকজন কনেষ্টবল সাত করিয়া তাহার দিগের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া ঝিনইদহার নিকট একটী গ্রামে ঐ সকল লোকের মধ্যে ১২ জন ধৃতহইয়া মাগুরায় বিচার হইতেছে। উক্ত ঐ ১২ জনার মধ্যে ১ জন খালাস

নূতন বিবাহের আইন।

সম্ভবতঃ এই আইন লাগাএদ ১৫ ই জানুয়ারি বিধিবদ্ধ হইবে। সম্ভবতঃ পাঠক গণ এ সংবাদে আনন্দিত হইবেন, কারণ এই বিল লইয়া আমরাও ত্যক্ত হইয়াছি পাঠক গণকেও ত্যক্ত করিয়াছি। বোধ হয় এ সম্বন্ধে আর আমাদের লিখিতে হইবেনা, তবে এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আর গোটা কয়েক কথা বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি, ষ্টিফেন সাহেব এই কয়েকটী কথার প্রতি একটু মনোযোগ করেন, কারণ আমরা তৃতীয় পক্ষ লোক, কোন পক্ষে অন্যায় না হয়, আইনটি সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হয়, ইহা ব্যতীত আমাদের আর কোন অভিপ্রায় থাকিবার সম্ভাবনা নাই। আইনের গোড়ায় থাকিল যাহারা হিন্দু নন তাঁহারাই এই আইনের আশ্রয় লইতে পারিবেন। হিন্দু নন ইহার দুইটী অর্থ হইতে পারে। প্রথম যাহারা কখন হিন্দু ছিলেন না, দ্বিতীয় যাঁহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন এখন ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ বিভাগ করা অন্যায়, দেখিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি যখন এই আইনের আশ্রয় লয়, তখন সে আর হিন্দু আছে কিনা। যদি হিন্দু না থাকে তবে অনায়াসে এই আইনের আশ্রয়ে বিবাহ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ রূপে হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে তাহাকে আবার আইন করিয়া বল দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের অধীনে আনা কর্ত্তব্য নয়। যে ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম্মে থাকার নিমিত্ত লাভ সমুদায় হইতে বঞ্চিত হইল তাহার ঘাড়ে হিন্দু ধর্ম্মে যে সমুদায় অসুবিধা আছে তাহা চাপাইয়া দেওয়া অন্যায়। আইনের প্রথম ধারার ৪ প্রকরণে লিখিত আছে যে নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলে বিবাহ হইবেনা। ইহার অর্থ কি বুঝিয়া উঠা ভার। হরিদাস হিন্দু ছিল, খৃষ্টিয়ান হইল সে তদ্দণ্ডে তাহার খুড়তিত কি মাসতিত ভগ্নিকে বিবাহ করিতে বিধি পাইল, কিন্তু সেই হরিদাস খৃষ্টিয়ান কি মুসলমান ধর্ম্মে না যাইয়া হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইল, তাহার হিন্দু ধর্ম্ম সঙ্গত যে নৈকট্য সম্বন্ধের বাধা আছে তাহা অতিক্রম করিবার সাধ্য রহিল না; এ অতি অন্যায়। সেই হরিদাস যদি হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হয়, আর মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই আইনের আশ্রয় লইতে চায় তবে আবার তাহার কোন বাধা থাকিবে না। আইনেএ রূপ পক্ষ পাতিত্ব ও অসম্পূর্ণতা রাখা কখন কর্ত্তব্য নয়। মোটা মুটি কথা হইতেছে যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের লাভ লইবেনা তাহা দিগকে উহার ক্ষতির ভাগি করা কর্ত্তব্য নয়। যদি গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছাও থাকে যে আইনের দ্বারা এরূপ নৈকট্য বিবাহ রহিত করিয়া দিবেন তাহাও হইবেনা। লোকে দুই মাসের নিমিত্ত খৃষ্টিয়ান হইয়া পরে ঐ ধর্ম্ম আবার ত্যাগ করিয়া অনায়াসে মাসতিত ভগ্নিকে বিবাহ করিতে পারিবে। এই রূপ বাধা একেবারে না হয় প্রায় একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট একটী সীমা করিয়া দিউন যে ইহার ও দিকে আর বিবাহ হইবে না, তবে সে সীমা যে কোথায় করিতে হইবে তাহা সাব্যস্ত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বড় কঠিন বিষয় হইবে। কারণ নানা দলের নানা মত হইবে। আমরা বোধ করি অন্যান্য সুসভ্য দেশে যে খানে এই সীমাটী দেওয়া হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট সেই স্থানে সীমাটী দিলে আর জওয়াব দিহির ভাগী হইতে হইবে না।

৩ ধারায় উক্ত হইয়াছে যে যখন এই রূপ বিবাহের সাব্যস্ত হইল তখন কন্যা কি বর রেজিষ্ট্রারাকে এই বিষয়ের সংবাদ দিবেন আরও ৫ ধারায় লিখিত আছে যে এই সংবাদের ৫ দিন পরে বিবাহ হইতে পারিবে। এখানে যে ৫ দিন কেন নিয়ম করা হইল তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। যদি অন্যান্য দেশের এই রূপ নিয়ম থাকিত তবে বুঝিতাম ব্যবস্থাপকগণ তাহাই দেখিয়া ৫ দিন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নয়; ইংলণ্ডে এই রূপ সংবাদের ২১ দিন পরে বিবাহ হয়। ৫ দিন না করিয়া ২১ দিন করিলে যে এই কয়েক দিনের মধ্যে পাত্র কি পাত্রি বিগলিত যৌবন কি যৌবনা হইবেন বোধ হয় না, কি এত বিলম্ব হইলে ফুলবান কর্ত্তৃক আহত হইয়া মহারাণীর প্রজা নষ্ট হইবে তাহাও বোধ হয়না, তবে দিন এত সংক্ষেপ করিবার মানে কি? বরং আমাদের বোধ হয় ইংলণ্ডে যদি ২১ দিন সময় থাকে তবে তাহা অপেক্ষাও এখানে আরো সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ সেখানকার ন্যায় এখানে তাড়িত বার্ত্তাবহের প্রচলন কি ডাক ঘরের ও গমনাগমনের সুবিধা নাই। বিশেষ এই আইনটী আমাদের এই নূতন প্রচলিত হইতে চলিল বোধ হয় কস্মীন্ কালেও আমাদের দেশে এই আইনের সমুদায় মর্ম্ম মত বিবাহ হয় নাই। এখন আমাদের সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। কোন কোন বন্ধন একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থানে বা সামাজিক বিশৃংখলতা সম্পুর্ন রূপে আরম্ভ হইয়াছে। আর সম্ভবতঃ এই আইনে সমাজকে আরো দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। যে পর্য্যন্ত এই গোলমাল একটু না থামে তত দিন প্রথম প্রথম যে অনেক অনিয়ম ও অনুপযুক্ত বিবাহ ও অত্যাচার হইবে তাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই অত্যাচার নিবারণের কথঞ্চিত উপায় এই সময়টী বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া। যত সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যাইবে তত এই এই সমুদায় অন্যায্যের সংখ্যা কমিবে, সেখানে আমাদের বোধ হয় ৫ ধারায় ৫ দিন সময় নির্দ্ধারিত না করিয়া এক মাস সময় নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য। আবার সত্য, বিবাহ হইবার পুর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের নিকটে সংবাদ দেওয়া যাইবে, কিন্তু যাহাদের এই বিবাহে আপত্তি আছে তাহারা কি রূপে জানিবে যে রেজিষ্ট্রারের নিকট এই রূপ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই রূপ বিবাহের একটা সংবাদ পাইলেই রেজিষ্ট্রারের এ রূপ উপায়াবলম্বন করা কর্ত্তব্য যে এই সংবাদটী সর্ব্ব সাধারণে পায়। তাহা দুই উপায়ে হইতে পারে। এই রূপ সংবাদ পাইবা মাত্র রেজিষ্ট্রার তাঁহার কাছারিতে এই সংবাটি বোর্ডে লিখিয়া ঝুলাইয়া দিতে পারেন আর স্থানীয় সংবাদ পত্রে ও গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপিতে পারেন। স্থানীয় সংবাদ পত্র না থাকে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্ট গেজেট প্রকাশিলে পারেন। আইনের এই আর একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য। আমাদের ব্যবস্থাপক দিগের একটী কথা মনে থাকে যেন। এদেশে বিধি বিরুদ্ধ বিবাহ হইলে পুরুষের লাভ হউক, না হউক ক্ষতি কিছু মাত্র নাই, কিন্তু স্ত্রী লোকের কেবল ক্ষতি। অন্যান্য দেশে স্ত্রী পরিত্যক্ত হইল সে আর একটী স্বামী গ্রহণ করিল কিন্তু এখানে যে স্ত্রী লোক একবার পুরুষের সহিত সহবাস করিয়াছে তাহাকে স্ত্রী বলিয়া আর পুরুষে গ্রহণ করিতে চাহে না।

ভুমির বন্দবস্ত।

মনুষ্য যেকোন সময় সভ্যাবস্থায় উন্নত হইয়াছেন তাহা কোন প্রকারই স্থির করা যায় না। কি কন্‌ফিউসস, কি মোজেস অথবা মনু কেহই উক্ত সময়ের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। তাহারা স্ব স্ব গৃহে মনুষ্যের প্রথম অবস্থাই সভ্যাবস্থা কল্পনা করিয়াছেন। বাস্তবিক আমরা যদি কোন নিম্ন শ্রেনীস্থ অসভ্য লোকের ইতিবৃত্ত না জানিতাম তবে উক্ত গৃহ কর্ত্তা দিগের বাক্যই বিশ্বাস করিতাম। ফলতঃ প্রায় সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীরাই বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর মনুষ্যকে সকল প্রকার মানব গুণ বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, এবং মনুষ্য ক্রমে অবনত হইতেছেন। এই বিশ্বাস যে কতদূর ভ্রমাত্মক এবং শোচনীয় তাহার এস্থানে বিচার করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়। যে স্থলে এই বিশ্বাস বলবং হইয়াছে সেই স্থলেই জ্ঞান, চিত্তোৎকর্ষ এবং প্রকৃত ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় মনুষ্য যদিও সমুদয় মানষিক বৃত্তি এবং শারীরিক শক্তি বিশিষ্ট সৃষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু উক্ত বৃত্ত এবং শক্তির চালনা এবং উৎকর্ষ অভাবে তাঁহার প্রথম অবস্থা পশুর অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত ছিল। পরে কাল ক্রমে বুদ্ধি উৎকর্ষিত এবং রুচি পরিমার্জ্জিত হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তুর যতই অভাব বোধ, আসঙ্গ লিপ্সার বৃদ্ধি হইতে লাগিল

তিনি তৎপরিমাণে সভ্যতা সোপানে উন্নত হইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মনুষ্য উদর পুত্তির চিন্তায়ই ব্যাবৃত ছিলেন এবং সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রী আগমন পর্য্যন্ত ক্ষুৎপিপাসা নিবারণীয় আহার অন্বেষণ করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। খাদ্য দ্রব্যাহরণ করিবার কোন নিদৃষ্ট স্থান ছিলনা। যথায় সন্ধ্যা হইত সেই তাঁহার শয়নাগার এবং জল কিম্বা স্থল যে স্থানেই খাদ্য প্রাপ্তি হইত সেই তাহার ভোজনাগার ছিল। বোধ হয় প্রথম 'বাটি' বট বৃক্ষের নিম্নে থাকা অসম্ভব নয়। প্রকৃতির উত্তেজনায় স্ত্রী এবং পুরুষের একত্র বাসের প্রয়োজন হইল। সুতরাং দিবাভাগে উভয় বন ভ্রমণ করিয়া রাত্রিকালে কোন বৃক্ষের তলে বাস করিতে লাগিলেন। এপর্য্যন্তও প্রতি রাত্রি একটি বৃক্ষের নিম্নে বাস করার প্রয়োজন হয় নাহ। কিন্তু যখন তাঁহাদিগের প্রথম সন্তান হইল সেই সময় হইতে কোন স্থান অল্পকালের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করার আবশ্যক হইল কিন্তু সেই স্থানেই যে চির কাল অথবা দীর্ঘকাল বাস করিতে হইবে ইহার আবশ্যকতা রহিলনা। বাস্তবিক এই অবস্থায়ই অধিক কাল এক স্থানে আহারীয় দ্রব্য সংহরণ করা সম্ভাবিত নয়। ফল মূল এবং পশু ও পক্ষীর মাংস অধিক পরিমাণে এক স্থানে পাওয়া যাইতে পারে না। ভ্রমণকারিরা বলিয়াছেন এখনও এই অবস্থায় মনুষ্যেরা আহার অন্বেষণে ২।৩ শত ক্রোষ পর্য্যন্ত পরিব্রজন করিয়া থাকে। মনুষ্যের সন্তান সন্তুতি সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে নানা প্রকার সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল স্নেহ ও মমতা পরবস হইয়া অনেকে একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিল। এক স্থানে বাস করিলে যে প্রকার পরস্পর সৌহৃদ্য জন্মে সেই পরিমাণে বিবাদ হইয়া থাকে বরং বক্ষমান অবস্থায় মনুষ্যের মধ্যে শেষোক্ত ভাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং ববাদ বিভঞ্জন কারীর প্রয়োজন। এই কার্য্য একাধিক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না এই নিমিত্ত উক্ত ক্ষমতা এক জনের হস্তে ন্যস্ত হইল। সেই ব্যক্তি প্রধান অথবা রাজা (অর্থাৎ যে জন বিধান এবং মনোরঞ্জন করিতে পারেন) নামে অভিহিত হইলেন। আমাদিগের কল্পিত অবস্থায় মনুষ্যেরা দুই প্রকারে খাদ্যাহরণ করিতে পারে; কৃষিকার্য্য অথবা মৃগয়া। যাহারা শেষোক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইল তাহাদিগের যদি ও কোন নির্দ্দিষ্ট বাস স্থান নাই কিন্তু তাহাদিগের এক প্রকার রাজ নীতি ও শাসন প্রণালী আছে। মঙ্গলিয়া প্রভৃতি দেশে এপ্রকার লোক এখন ও দৃষ্ট হয়। যে দেশে অল্প পরিশ্রমে প্রস্তুতখাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে সেই দেশেই এই প্রকার পরিব্রাজকের সংখ্যা অধিক। কিন্তু মৃত্তিকা কর্ষণ এবং শস্য উৎপাদন যদি সহজ হয় তবে মনুষ্যেরা সেইবৃত্তিই অবলম্বন করিয়া থাকে। কালেকৃষকেরাই স্বীয় অবস্থা শীঘ্র উন্নতি করিতে সক্ষম হয়।

সমাজ সংগঠিত হইলেই মনুষ্য সভ্যতার আশ্রয় করে অর্থাৎ সভার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করে। যিনি সভার অধিপতি থাকেন তাঁহাকে কেবল শাসন কার্য্যেই নিয়োজন করা হয় সুতরাং তাঁহার শারীরিক কোন কার্য্য করিতে হয় না। তাঁহার আহার এবং পরিচ্ছদের জন্য সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি পরিশ্রম করে। সমাজস্থ লোক যেমন উপদেশ, শিক্ষা, এবং সম্পত্তি রক্ষা ইত্যাদির সুবিধা জনিত সুখ ভোগ করে তেমনি রাজকার্য্যের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উক্ত প্রকার দান করিতে অসম্মত হয় তাহাকে সমাজচ্যুৎ করা হয়। উক্ত দানই প্রথম কর এবং উক্ত শাস্তিই প্রথম রাজ দণ্ড। যাহারা উক্ত সমাজে বাস করিতে অভিলাষ করে তাহাদিগকে উক্তসমাজের নিয়মাধীন হইতে হয় এবং তাহাদের অধিপতিকে কর দিতে হয়। প্রথমত সকলেরই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে কর দিতে হয়। কিন্তু রাজার আবাস স্থানের নিকট থাকিলে সমাজ জনিত আমোদ প্রমদ এবং সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। দূরে থাকিলে তাহা হয় না সুতরাং সকলেই নিকটে থাকিতে চায় এবং তজ্জন্য সমধিক কর ও দেয়। এই প্রকার যতই ভুমির আয়তন পরিব্যাপ্ত হয় ততই নিকটস্থ লোক দিগের করের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। তৎকালে ভুমির অধিকার অনুসারে কর নির্দ্ধারিত হয়।

The Department of Agriculture—We hailed the creation of the new Department of agriculture and commerce with pleasure. Burdened and heavily taxed as the Natives of India are, any further increase of expenditure alarms the whole country. Yet the creation of an Agricultural Department in an agricultural country, is almost a necessity, and people expected a great deal of advantage to the country from an outlay of few thousand Rupees a year. But it seems it is now an open question whether the department was created for the benefit of the country or certain individual or individuals. The duty of an agricultural minister is very clear, he must try to develop the resources of the country by introducing practical reforms. He has not done it, and he may never do it, if he spends his time in simply chronichiling important facts which have no bearing whatever on the real interests of the agriculturists. We would be very sorry indeed if the Department were become as useless and contempitible as that of Mr. Rivett Carnac, but what advantage can a government or the people derive from such informations as these? The last India Gazette contains a report of the minister of Agriculture and the very first important information that he gives to the public, is that the rice crops have been harvested generally throughout India! This perhaps the minister considers the most important of all facts put together in his Report, for he places it at the head of all? Even as a piece of information it is not true, for the *baran* crops of Eastern Bengal have not as yet been harvested, or at least were not harvested when he wrote the Report. Another piece of information supplied to the public by the minister is perhaps more important and edifying, he says that "in Mysore and Coorg paddy is ripening fast" Very fast we should suppose! We assuredly expected something more and better than this. The fact is mentioned in the Report that Cattle disease has appeared in Mundla Jubbulpore and Punjab, but it is not mentioned, what steps have been taken to avert the calamity. It is not mentioned also that cattle diseases appeared in Bengal too, and perhaps it is not even known to the head of the Department that almost half of the cattle of the flooded districts of Bengal have died within the course of three months, so that in November milk could scarcely be had. Even now milk is as scarce as ever and a large track of the country do remain untilled for want of bullocks. We know from personal experience that at one time in November some villages became almost uninhabitable on account of the stench which proceeded from dead carcases of cows and bullocks. All these facts are perhaps not known to the head of the Department but he should know them and not simply record them, but adopt means to remove the distress of the people. One of the most important duties of such an Officer is to have a careful eye over the condition of the cattle of the country. Where cattles have died in large numbers, the duty of this officer should be to induce Government to send there a fresh supply from other parts of the country or from a foreign country. Government is always willing to give *tuccavee* advances but the best way of doing it, would be to supply the people with cattle where they have lost it by plagues or other Porvidential visitations. Such *tuccavce* to the people of the flooded Destricts would be a really wise and beneficial act.

The European British Subjects Minute—It was we believe in the year 1860 that a magistrate wrote to the *Hindoo Patriot* then under the management of Babu Horish Chandra, to say that the magistrates were unjustly blamed for having failed to check the lawlessness of the Planters, for they had in fact no power whatever over European British Subjects. "If a Zemindar, a very big, rich and influential one" continued the same writer "committed a crime a couple of years in the Jail would not only cool his head for ever but cool the heads of many others in his position. The utmost that we can do to a Planter convicted of such hoinous crimes is to fine him 500 Rupees, a sum which is but a trifle to that rich body" When, Mr Bainbridge magistrate found a poor Ryot confined in the Godowns of the Meergunge Factory he committed the Planter to the sesions, where he had to pay simply a fine of 300 Rupees. Other ignorant Natives, who abetted him, were sentenced with hard labour to several years of imprisonment. Mr Grant, who commenting upon this case, deeply regretted that the law were so defective. His Honor was sure, if the planters were amenable to muffosil courts it would not on

do away with the lawlessness of the Planters but in the long run benefit the planters themselves. This was the opinion of one of the wisest of Governors that ever came to India. Mr Grant says further on in his usual temperate manner "the trial, of British subjects under the present law can only be at the Presidency. In grave cases I trust that this duty is never neglected. But the expense both to the public and to private persons of a prosecution at the Presidency, for an offence committed at a distance, is very heavy and the inconvenince and loss to prosecutors and witnesses are so great, that such prosecutions are a misfortune to the neighbourhood, in which the person injured is the most certain sufferer. It is not in the nature of things that these considerations should not operate to a certain extent as an exemption from amenability to all criminal law, in minor matters." The Hon'ble Ashley Eden in reply to a question put to him by the Indigo Commissioner Mr. Fergusson said "it is to this importunity and freedom from responsibility of such Europeans that I attribute the constant recurrence of these violent out-rages."

Mr. Fergusson.] In such instances as you have mentioned was it not a gross dereliction of duty on the part of the Government not to prosecute the Europeans?

Mr. Eden.] There certainly was a failure of justice which may have partly arisen from the difficulty which exists under the present law of obtaining a conviction againstEropeans, as for instance in the case in which a planter named Dick *alias* Richard Aimes, was murdered by a European Planter named Jones, a French Planter name Pierre Aller and some Native servants in which the Frenchman and the Natives being amenable to the courts of the country were imprisoned for life, whilst Young, the European British subject not being subject to the jurisdiction of the local court was tried in Her Majesty's supereme court in Calcutta and was acquitted percisely on the same evidence, as was brought against the foreigners and natives, who were convicted in the district court; the sentence being upheld by the Nizamutt Adawlut.

Mr. Fergusson.] Would you like to see any of your European friends tried in the Mofussil courts?

Mr. Eden.] If the courts are good enough for the natives, they are good enough for Europeans. If they are not good enough for natives, they are not fit to have any judisdiction over any one. As far as I am myself concerned I would rather be tried if innocent in the local mofussil court; if guilty I would prefer the supreme court and a Calcutta jury." Mr Macleod in his minute of the 31st october ... said amongst other things—" the Europeans residing in the muffosil have peculiar advantages. The magistrates are prevented from acting towards them as they act towards Zemindars and other natives by the dread of prosecution in the Supreme Court. This though few Magistrates may like to own is a certainly important fact. It reflects not the least discredit on the functionaries. It is a necessary consequence of the present laws."

The same complaint has been raised by our Lieutenant Governor. His Honor is of opinion that the Criminal courts of this country are presided over by a very superior class of Officers and it is necessary and reasonable that European British subjects should be made to a great degree amenable to these courts. His Honor is further of opinion that the European settlers of this country are generally men of a class and character among whom crime is unhappily rare but still it would be much better that they should not have extraordinary, anamolous and incovenient privileges. Continues His Honor "Whenever any case occurs in which a European British subject is accused of a considerable offence against any of those frontier people, he can only be tried by sending him to Calcutta, and summoning to appear in our courts there the naked savages of that distant and inaccessible region. On the other hand if such cases are not tried every settler has it in his power by any indiscreet act to involve the British in a war" We thank the Lieutenant Governor for the boldness with which he has attempted to wipe out one of the greatest blots of the administration of this country, we only regret that His Honor should take such a low ground to found his arguments. That the courts are very good, and that unless the European settlers are made amenable to muffosil courts they may by any indiscreet act involve the British Government in a war are good reasons no doubt, and may be urged with great advantage to a Government lost to all sense of honor and Justice. But we should have prefered if Mr. Campbell had taken the higher ground and appealed to the sense of justice of the British Government. As for ourselves we would like to stick to the point so forcibly urged by Mr. Eden. If the courts are good enough for natives they ought to be good enough for Europeans, if they are not good enough for Europeans they ought to have jurisdiction over none. If the British Government cannot understand the force of this argument, and require further incentives such as the dread of an expensive war to do Justice, we can only regret.

India in Parliament—If it is good to be candid, we hope Englishmen will pardon us if we tell them that whenever any one of them take to patronizing the natives they are viewed with suspicion. In days of yore this was not the case. Then Englishmen loved the natives and the natives loved Englishmen. But now selfishness and pride have dissevered that tie of affection, if natives dont hate Englishmen, they have lost much of their respect and veneration for them. As for affection that is out of the question, that nowhere exists neither in the white nor black breast. Who did all this we do not know, perhaps we know but we donot choose to dwell upon such a disagreeable subject, what we mean is this, that Englishmen with the best intention will find it difficult now a days to gain the confidence of the natives. The *Delhi Gazette* proposes to admit Natives as members in the Parliament; what do Englishmen hope to gain by this move asks the suspicious native? He cannot bring himself to believe that an Englishman can really seek the welfare of the native when he has no interest of his own to gain by it. But fortunately for the proposal, the *Delhi Gazette* like the *Economist* and the *Friend* have already gained the confidence of the native public. Any proposal coming from such sources connot be meant as a trap to catch ignorant Natives, and we are glad that the leader in the *Gazette* has attracted much attention. We had on several occassions taken up the subject and we humbly think to retaen India England must give her something like a representative Government. Indeed we never dreamt ever that India will sever the connection forcibly, but we think the British India Government has proved a failure. It has no doubt succeeded in retaining India, but in going to do so, it has almost killed itself. Witness the ceaseless struggle that it has to make to live with credit, and the stuggle is day by day increasing. More liquor or in other words "more taxes, more taxes or I die" is the constant cry of the Government, and if it be not known to Englishmen we very well know that natives can bear no further burden. If more taxes are absolutely necessary for the existence of the present Government then we can predict its speedy dissolution. The universal cry of "can't bear any further taxes" does not proceed from any cunning or wickedness, it is a fact to which we can solemnly swear. The other diffeculty is the rush of Europeans in this country for employment and enterprize. The Suez canal has brought the two countries closer and we expect the number of such emigrants to increase year by year. If Englishmen contentedly sacrificed their freedom as free born Britons in coming to India only that the natives may not enjoy such

privileges we fear when their number increases such laudable self-sacrifice will be found wanting. Have we not seen here thousands and thousands of Englishmen foaming with impotent rage at the despotism of the British India Government? True, Government can wait till the number of European settlers increase, but what we urge is not to wait till then. Government may not then have the option to grant this or that privilege. It is far better to give gracefully than to be forced to yield, you cannot then make your term. The Anglo Indians have gradually come to feel that it is far more agreeable to enjoy freedom with the Natives than to give up one's brith right for the sake of keeping the Natives in bondage. Constituted as the India Government at present is, it cannot exist without despotism, and this despotism can only be tolerated by those Englishmen who belong to the staff of Government, but independant Britons, planters, traders, merchants and barrister feel it very keenly and the number of these people is increasing very fast. The indigo Planters, no doubt recieved a check in 1860, but then the cultivation of tea in Darjeeling, Cachar and other places has given a new stimulus to enterprising Europeans and erelong those parts of the country will be filled up by emigrants and settlers. Already the tone of the public shows unmistakeable signs of discontent and impatience, and it is but natural that the tone will be raised gradually higher and higher. The Natives have ceased to venerate Fnglishmen as they did formerly, and common danger succeeded so far to pnt aside the antagonism of races, that actually Englishmen and Natives only lately combined to petition to parliament against the despotism of government. None ever dreamt that such a union was possible. We hope to take up the subject again very soon.

মফশ্বল মিউনিসিপালিটি ॥

সম্প্রতি আমাদিগের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর পল্লিগ্রামের মিউনিসিপালিটির উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগ দিয়াছেন, আমরা এই সুযোগে সেই সম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিত বক্তব্য সাধারণে জানাইতেছি। সচরাচর তিন চারি নেকট্য গ্রাম লইয়া এক মিউনিসিপালিটি হয় তাহাকে ইউনিয়ন কহা যায়। ইহার কার্য্য প্রণালী চ্যাপম্যান সাহেবের ১৮৬৮ শালের ৬ আইন অনুসারে নির্ব্বাহ হয়। এই প্রকার ইউনিয়ন সবডিবিজনের ডেপুটি মাজিষ্ট্রের অধিনে থাকে অর্থাৎ তিনিই ইহার সভাপতি। স্থানীয় লোকের ইহার উদ্দেশ্যও আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই তাহারা রাজকোষ পরিপূর্ণ করিবার এক উপায় মাত্র মনে করে। কার্য্যে যাহা ঘটে তাহাতে তাহাদের এই শঙ্কার বদ্ধ মূল হয়। ইউনিয়নের অধিকাংশ আয় মিউনিসিপাল পুলিযের বেতন পোষক কর্ম্মচারিগণের বেতন ইত্যাদিতেই ব্যয় হয় বক্রী যাহা থাকে তাহা রাস্তা পুস্কর্ণী ইত্যাদি মেরামত জন্যে বজেটে ধরা হয়। অনেক স্থানে যেখানে সবডিবিজন স্থাপিত আছে সেখানে টাক্স দায়ী অধিবাসীদিগের ব স নহে অতএব রাস্তা ঘাট সম্বন্ধে যাহা কিছু উন্নতি তাহা ডেপুট্টি মাজিস্ট্রেটের কাছারি বাসা এবং অন্য কোন স্থানে যেখানে তাঁহার গতি বিধি করিতে হয় সেই সকল স্থানেই হয় কিন্তু, গ্রামস্থ অধিবাসিদিগের বর্ষাকালে যে জল কাদা ভাঙ্গা এবং মধ্যে মধ্যে মাথার কাপড় বেঁধে সন্তরণ করে তাহার নিরাকরণ হয় না, সত্য প্রত্যেকে ইউনিয়মের কার্য্য চালাইবার জন্যে এক এক কমিটী আছে কিন্তু মেম্বরেরা অধিকাংশই যে আজ্ঞার দল তাঁহারা হুজুর যে আজ্ঞা করেন তাহার উপরে কথা কহিতে সাহস করেন না, তাহাদিগের মামলা মকদমা সর্ব্বদা হুজুরের এজলাসে জারি হয় তাঁহারা রাস্থা ঘাটের উন্নতি কিম্বা কয়েক জন দুঃখি লোকের প্রতি অত্যাচার নিবারণ জন্যে হুজুরের বিরাগ ভাজন হইবেন কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। কোথায়ও স্থানীয় সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ইস্কুলের হেড মাষ্টার এবং অন্যান্য সুশিক্ষিত ও স্বাধিনতা প্রীয় ব্যক্তি কমিটিতে থাকেন কিন্তু তাঁহারা একাকী কি করিতে পারেন তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য হয় না। আসেসমেণ্ট সম্বন্ধে নিয়ম এই কাহারো সাত টাকার উর্দ্ধ ট্যাক্স হইবে না অতএব যে সকল ইউনিয়মেন বড় বড় জমিদার বাস করেন এবং যাঁহারা টাক্স সর সমাধায় বহনে সমর্থ তাঁহারা সাত টাকা দিয়াই খালাস কেবল মধ্যবিত ও দুঃখি বেচারিদেরই মরণ এবং টাক্স আদায় জন্যে কাহার গাড়ু কাহার ঘটি প্রাতঃকালে তাহাদিগের বহির্দ্দেশে গমন কালীন টাক্স দারগা কাড়িয়া লয়। কোন কোন ডেপুটি বাহাদুর (আমরা সকলের কথা বলি না আশয় ভালও আছেন) মেম্বরেরা যাহাতে আইনের মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে না পারেন এই জন্যে আইন খানি নিজ বাক্সে রাখেন এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলে বাক্স হইতে বাহির করিয়া নিজেই তাহা হইতে দুই এক বচন পাঠ করেন আক্ট খানি কখনই মেম্বরদিগের হাতে দেন না পাছে গুমুর ফাক হয়। যেখানে মেম্বরেরা ইংরাজি ভাল জানেন না সেখানে নিজের ইচ্ছানুসারেই অনেক সময় আইনের ব্যাখ্যা হয় কিন্তু যদি কোন মেম্বর যিনি ইংরাজিতে বিশেষ পটু আইনের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন, ডিপুটি বাহাদুর দেখেন যে বড় গোল তাঁহার মত বজায় থাকে না অমনি বলিয়া বসেন এই বিষয়ে গবর্ণরের এক রিজালিউসন আছে' তা হাতে আমি যাহা বলিতেছি তাহাই আইনের প্রকৃত অর্থ।

মেম্বর বেচারি কি করেন কাজেই ক্ষান্ত হয়েন লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের রিজোলিউসন তাহার উপরে আবার কথা! চ্যাপম্যান সাহেবের আক্ট অনুসারে কেবল বাটীর অবস্থা নহে কিন্তু অধিবাসির অবস্থা এই দুই বিবেচনা করিয়া টাক্স ধার্য্য হয়। পল্লিগ্রামের অধিকাংশ লোকই দুঃখি এবং সামান্য কাঁচা ঘরে বাস করে, গৃহের অবস্থা বিবেচনা করিলে তাহাদিগের অতি সামান্য টাক্স হয়, কোন উচ্চ বেতনের কর্ম্ম কাজ কি লাভের ব্যবসায় করে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহার মাসিক দুই টাকা টাক্স ধার্য্য হইল। ডিপুটি বাবু বলিলেন "আরে ওর ঢের টাকা আছে, আমার কাছে মামলা মকর্দ্দমায় প্রায় এসে, শীত কালে খাসা শাল গায় দেয়।"

গরিবের অপরাধের মধ্যে পৈত্রিক এক খানি পুরন শাল আছে। ফলতঃ মিউনিসিপালিটির যাহারা বেতন ভোগী বামণ বীর তাহাদিগকে শতকরা এক টাকা হিসাবে মাসিক টাকা দিতে হয় একজন সামান্য মহরিরে কুড়ি টাকা বেতন পায়, তাকে মাসিক চারি আনা টেক্স দিতে হয় কিন্তু ডিপুটি বাহাদুর যিনি মাসিক ৬০০ শত টাকা মাহিআনা পান এসেওয়ায় ৫০ টাকা বাড়ি ভাড়া রেজিষ্ট্রেসীন ফিশ ও কম হইলে মাসিক ২০ টাকা তাঁহার ট্যাক্স চারি টাকা। যদি কোন সাহসী মেম্বর এই বিষয় কথা কহেন অমনি ডিপুটি ও তাঁহার ডিটোইং মেম্বর মহাশয়েরা বলিলেন অমুক রাজার বার্ষিক আয় এত হাজার টাকা তাঁহার সাত টাকা বেশি ট্যাক্স নহে তাঁহার ট্যাক্সের সহিত সমান ট্যাক্সস হবে!! যাহা হউক উপসংহার কালে আমরা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করিবে, তিনি মফঃস্বলের মিউনিসিপালিটীর কার্য্য প্রণালীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন। শুনিতেছি লেফটেনেণ্ট গবর্ণর নূতন আইন করিয়া এখন গ্রামে স্বামে মিউনিসিপালিটি বসাইবেন তাহারি সংকল্প করিতেছেন। দোহাই ক্যাম্বেল সাহেব এই উৎপাত আমাদের ঘাড়ে আর চাপাইবেন না, তাহা হইলে দেশ ছার খার হইবে।

সংবাদ ॥

—গত সোমবার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর এই বলিয়া পুলিষে সংবাদ দেন, গত রাত্রিতে কোন দুষ্ট প্রকৃতি লোক তাহার বাটিতে একটি শিশুর মস্তক ফেলিয়া দেয়। শিশুটিকে কেহ হত্যা করিয়াছে, অথবা পীড়া হইয়া তাহার মৃত্যু হইলে পর মস্তক ছেদন করিয়া এই রূপ করা হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাহ্। পুলিষ কমিসনর এবিষয়ের অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিয়াছেন ইতি মধ্যে কর্ণার কোন অনুসন্ধান করিতে পারিবেন না।

কিদিসকোট নামক জনৈক ইংরেজ গত বৎসর মেজর জেনারেল রিডলির কন্যাকে বিবাহ করেন ; কিছুকাল উভয়ের প্রণয় উত্তম থাকে, বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে উইণ্ডসরে এক নৃত্য হয়, তাহাতে কিদিসকোট দেখিলেন যে তাঁহার স্ত্রী প্রায়ই বুলার সাহেবের সহিত নাচিতেছেন ; তিনি আপন স্ত্রীকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন, ইহাতে এক বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ক্রমে প্রকাশ পাইল যে তাঁহার স্ত্রী গুপ্ত ভাবে বার২ বুলারের সহিত কোন বাগানে গমন করিয়াছেন, এবং ব্যভিচারও করিয়া থাকিবেন। কিদসকোট স্ত্রীর নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে, প্রমাণে তাঁহার ব্যভিচার প্রকাশ পাইয়াছে। ডাইবোর্স কোর্ট, বিবাদীকে ডিক্রী দিয়াছেন। ইংরেজদের দুষিত নৃত্যের ফল এই।

—আফজল নামক ১০ ম বর্ষ বয়স্ক একটী বালকের বাহু মূল হইতে ২খানী হস্ত জন্মে নাই। অন্য ব্যক্তির সাহায্যে আহার করিয়া থাকে।

—রূপগঞ্জ থানার এলাকায় পীপড়াস্থর রাঙ্গামাটীয়া এবং সোম নামক স্থানে কতকগুলি ফিরিঙ্গী বাস করে তাহারা নিষিদ্ধ মদ্য প্রস্তুত করে বলিয়া অনেকদিন যাবত্ত শুনা যাইতেছে। কেহই উহাদিগকে সাহস করিয়া ধৃত করিতে পারে নাই। গত ২২শে ডিসেম্বর লালবাগ থানার সাহসী সব্ ইন্‌স্পেক্টর প্রয়াগদৎ তেওয়ারীর সহায়তায় উক্ত স্থানের কতিপয় ব্যক্তির খানাতালাস করিয়া ১ ব্যক্তিকে মদ্য প্রস্তুতির সরঞ্জামাদিসহ ধৃত করিয়া আনা হইয়াছিল তন্মধ্যে ৪ ব্যক্তির ৫০ টাকা এবং ৩ ব্যক্তির ২০ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। অবশিষ্ট এক বাড়ীর যে দুই জন স্ত্রী লোক ও একজন পুরুষ ছিল তাহাদের মধ্যে স্ত্রী লোকদিগকে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। পুরুষ সাফাই সাক্ষী মান্য করাতে তাহাকে জামিনীতে রাখা হইয়াছে। একার্য্যে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভের বিষয় আছে। ফিরিঙ্গীরা কিছু দুঃসাহসী।

হিন্দু হিতৈষিনী

—গত বুধবারে শিবপুরে আগুন লাগিয়া চারি খানি গৃহ ভষ্মিভূত হইয়া গিয়াছে ইন্‌স্পেক্টর পাওয়েল অগ্নি নির্ব্বান করিতে যাইয়া তাহার ডাইন হস্ত পুড়িয়া গিয়াছে। অগ্নি লাগিবার কারণ কিছু মাত্র নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

—এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে যখন নিযুক্ত করা হয় তখন গেজেটে তাঁহাদিগকে "বাবু" বলা হইয়াছিল, কিন্তু গত গেজেটে "মিষ্টার" বলিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থল প্রকাশিত হইয়াছে। "মিষ্টার' উপাধিটী আমাদিগের ভাল লগে না।

—শিবচরের পোষ্টাফিসে একটী অনিয়ম ধরা পড়িয়াছে। একখানী রেজেষ্টরী পত্র কলিকাতা গ্রাহক না পাওয়াতে উক্ত পোষ্টাফিসে ফেরত আইসে, ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার তাহার উপর ব্যারিং চাজ করিয়া পাঁচচর পোষ্টাফিসে প্রেরন করেন। এবং এক পত্র দ্বারা উহা পেইডের ঘরে জমা দিতে পাঁচচরের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টারকে অনুরোধ করেন। পাঁচচরের পোষ্টমাষ্টার এই অনিয়ম দেখিতে পাইয়া অবশেষে সরকারি পত্র লিখিয়া শিবচর পোষ্টাফিসের বহির নকল আনয়ন করিয়া দেখেন তাহাতে ব্যারিং বলিয়া জমা হইয়াছে। অনন্তর ইন স্পেক্টীং সব ইনস্পেক্টরের নিকট এবিষয় প্রকাশ হওয়াতে তিনি কাগজ পত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে অনুমতি করিয়াছেন। এবিষয়ে বিশেষ তদন্ত করা উচিত।

হিত সাধিনী

—রেদার গুই কীরের বিরুদ্ধে কোন বিষয় পাওনিয়ার পত্রে প্রকাশিত হওয়ার দরুণ তিনি উক্ত পত্রিকা সম্পাদকের নামে লাইবেল আনিবার মতলব করিয়াছেন এবং তৎসংক্রান্ত ভাবৎ উদ্যোগও করা হইয়াছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টে এ বিষয়ের অভিযোগ হইবে।

—কয়েক দিন হইল, সিরাজগঞ্জে একটি অতি ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এক জন কাবুলী রাত্রে শয়ন করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল। এক জন অকস্মাৎ তাহার মস্তকে গরুতর অরঘাত্ত করিয়া সঞ্চিত অর্থগুলি অপহরণ করিয়া লইয়াছে। পোলিস তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। ফলের বিষয় এখন ও কিছু জানা যায় নাই।

—এক খানি পত্রিকা বলেন ভুপালের বেগম সাধারন্থে গ্রন্থকর্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিনি এক এক খানি স্থানীয় সংবাদ পত্রে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক একটী উত্তম রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পত্র আরো বলেন তিনি প্রাতঃকালে ১১॥ টা পর্য্যন্ত ইংরেজি ও পারস্য ভাষা অধ্যায়ন করেন এবং তৎপর আহার ও অন্যান্য কার্য্যে২ ঘণ্ট অতিবাহিত করেন। অবশিষ্ট লময় মোকদ্দমা শ্রবণ ও বিচারে অতিবাহিত হয়। রাত্রে সূচের কাজ করেন।

—বাঙ্গালোরের একখানা পত্রিকা বলেন যে কদালোরের নিকটে এক জন হিন্দু যাবক এক মুন্দির স্থাপন করিয়া প্রকাশ করিয়াছে যে বিধবারা তথায় আসিয়া তাহার মন্দির দর্শন এবং কতিপয় উৎসব কার্য্যাদি সম্পাদন করিলে তাহাদের স্বামী গণকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে।

—আবিসিনীয়ার সম্রাটের পুত্রকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তিনি তথায় অধ্যায়ন করিয়া ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিশ পরীক্ষা দিবেন। কিন্তু একটী গুজব উঠিয়াছে তিনি মেজর চেসনির সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষিত হইবেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ক্রম দশ বৎসর। দেখিতে সুশ্রী ও বুদ্ধি মান।

—৬ই জানুয়ারিতে রাজপ্রতিনিধি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লি যাত্রা করিবেন এবং শ্যামরাজকে গ্রহণ করিবার জন্য ১৩ই তারিখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

—২৫ শে জানুয়ারি রাজপ্রতি নিধি বর্ম্মা যাত্রা করিবেন এবং রেঙ্গুনে পাঁচ দিবস অবস্থিতি করিবেন। তথা হইতে মৌনমিন, আণ্ডেমান এবং উড়িয্যায় যাইবেন। তৎপরে কটকে তিনি দিবস অতিবাহিত করিয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

—গত শুক্রবারে তারে সম্বাদ আসিয়াছে ভেনারেব্‌ল আর্কডিকন প্রাট সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। আর্কডিকন ক্রীষ্টমাস দিবসে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া টুরে বাহির হয়েন এবং গাজিপুরে তাঁহার উলাউঠা হয় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

—এক খানি আমেরিকান পত্র বলেন যে, একটীকল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে কথা কহিতে, হাসিতে গান করিতে পারে। উহাতে আরো প্রকাশিত হইয়াছে যে একজন ফরাশীশ একদা হংসাকৃতি একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ছিল; উহা হংসের ন্যায় বিচরণ এবং পাখা লাড়িতে পারিত, শস্যাদি চঞ্চু দ্বারা খুটিয়া তুলিত এবং যাহা ভক্ষণ করিত তাহা জীর্ণ করিতেও পারিত। এক জন জর্ম্মনী দেশীয় লোক কতিপয় পুত্তলিকা গঠন করিয়াছিলেন তাহাতে ইউরোপীয় ভাষায় "মা এবং বাবা" বলিতে পারিত। তিনি অনেক কাল ঐ পুলিত্তকা গুলি সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া স্বীকার করিলেন যে যন্ত্রের দ্বারা সমূদায় ইউরোপীয় ভাষা প্রকাশ করা অসম্ভব। ১৮৪০ খৃঃঅব্দে ফেবার সাহেব একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ছিলেন তাহাতে অনেক প্রকার স্বর ও শব্দ প্রকাশ করিত কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ, হইয়াছিলনা! ফেবার সাহেব উহাতে নিস্ফল হইলে তাঁহার এক জন আত্মীয় উহা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তিনি অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এ যন্ত্র এক্ষণে আমেরিকাতে আছে। এই যন্ত্রে সমুদয় ইউরোপীয় ভাষা অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারে।

—জাবা দ্বীপস্থ টারনেটে এক ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে। বিগত ৭ই আগষ্ট প্রথম এক ভূমিকম্প হয়। টারনেট পর্ব্বত হইতে প্রথমতঃ এক ভয়ানক অস্ফুটধ্বনি হয় তৎপর ধাতু নিস্রব নির্গত হইতে থাকে। ধুমে আকাশ ও সমূদয় দ্বীপ অন্ধকার হইয়া গেল। অধিবাসী গণ রাত্রি যোগে গৃহের বাহিরে অনিদ্রাবস্থায় থাকিয়া এই কাণ্ড দেখিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইলে ধাতু নিস্রব আরও অধিক রূপে নির্গতি হইতে লাগিল তখন অধিবাসিরা নিকটবর্ত্তি টাইডোর ডহলমাহিরাতে পলায়ন করিল। ধাতূ নিস্রব প্রস্তর প্রভৃতি প্রায় ১২ দিবস পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া পরে ক্রমেই ক্ষান্ত হয়। এই ঘটনাতে সমূদায় দ্বীপ প্রবল বেগে কম্পিত হইয়াছিল।

এডূকেশন গেজেটের কোরহাটির সংবাদদাতা বলেন, স্ত্রীলোকেরা এক কালীন ২।৩ টি সন্তান প্রসব করে ইহা অনেকে অবগত আছেন এবং ও দিবস সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে, একটি স্ত্রী ছয়টি সন্তান একেবারে প্রসব করিয়াছে। আজি আবার আমি পাঠক মহোদয় দিগকে অবগত করিতেছি যে, অনেক দিন গত হয় নাই, সিঙ্গপাড়া নিবাসী কোন এক কাপড়িয়ার স্ত্রীর এক সময়ে ৭সাতটি সন্তান প্রসুত হয়। তন্মধ্যে তিনটি পুত্র, চারিটি কন্যা। সন্তান গুলি থলিয়ার আকার একটি ঝুলির মধ্যগত হইয়া বহির্গত হইয়াছিল। প্রসুতী উহা দেখিয়াই ভয়ে ভীতা হইয়া একবারে অজ্ঞান ও মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়ে। তদনন্তর ধাত্রী উক্ত ঝূলি হইতে সন্তান গুলিকে বাহির করে, কিন্তু উহারা অধিক দিবস জীবিত ছিল না।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত চেলসিয়ার নগরে বিবি হগ নামে একটী স্ত্রীলোকের ১০০ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছে। যে দিবস তাঁহার শতবর্ষ পূর্ণ হয় সে দিবস তাঁহার আত্মিয় গণ জিজ্ঞাসা করেন" আপনি অদ্য কি করিতে চান"। বিবি হগ বলিলেন "আমি যে পৃথিবীতে ১০০ বৎসর যাপন করিয়াছি, এক বেলুনে উঠিয়া তাহার চতুর্দ্দিগ দর্শন করিতে চাহি" তৎপর তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া দেওয়া হয়। বেলুনটী ২০০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; কিন্তু বরাবর দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল। সো, প্র,

গত ৬ ই ডিসেম্বর গবর্ণর জেনরলের রাজপুতনার এজেণ্ট কর্ণেল ব্রুকের দ্বারা উদয়পুরের রাণাকে "জি, সি, এস, আই" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। এ উপলক্ষে অনেক এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে পর ইউরোপীয়দিগকে একটী ভোজ দেওয়া হইয়াছিল।

বিবিধ।

গবর্ণমেণ্ট হুকুম জারি করিয়াছেন যে বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে আর কেহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এই হুকুমে অনেকে দিশিহারা হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ হুকুমের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, কেহ বুঝিয়া কিরূপে এ হুকুম পালন করা যায় তাহার উপায় না পাইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ বা এই নিয়ম পালন করিতে হইবে এই নামক শোকে আকুলিত হইয়াছেন। শোক কেন না হইবে। যাহারা ভাল বাঙ্গলা লিখেন তাঁহাদের মধ্যে "নলিনী দল" "দুগ্ধ ফেন নিভ" "কর পল্লব" "তাম্বুল করঙ্ক বাহিনী" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবেন না বলিয়া কান্দিনাই ব্যাকুলিত হইয়াছেন। "আহা" সে দিবস এক জন গ্রন্থকার যেমন তেমন গ্রন্থকার নয়, তাঁহার গ্রন্থের ভাব হঠাৎ কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না বল্লে হয় না, রোদন করিতে করিতে বলিতেছিলেন "আহা! আর চন্দ্রালোকে, কি উষার কমনায় শোভা, কি কামিনী গণের রমনীয় মুখশ্রী, এমন কি পঙ্কজ, মৃণাল, সরোজ, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারবনা, এখন মৃত্যুং শ্রেয়।" আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া তবে তাঁহাকে শান্ত করি। এত গণ্ড গোল হইবার প্রধান কারণ যে ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার মিনিটে সকল কথা খুলিয়া বলেন নাই। অদ্য আমরা সেই ভার লইলাম। ক্যাম্বেল সাহেবের মিনিটের তাৎপর্য্য তন্ন তন্ন করিয়া খুলিয়া সাধারণকে দেখাইতেছি এখন অবধি যেন আর গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অমান্য না হয়, তাহা হইলে আর ওজর আপত্তি শুনা যাইবেনা। নিচের এই কয়েকটি ছত্র সাবেক বাঙ্গলায় লেখা যথা:—

"পিপাসাতুরকে বারি দান, কি ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান তুল্য ধর্ম্ম আর জগতে নাই। দান দুই প্রকার স্বার্থ আর নিস্বার্থ। শেষোক্ত প্রকার দানই প্রকৃত দান, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দানে কিঞ্চিন্মাত্রও ফল নাই"

এই গেল সাবেক বাঙ্গলা, এখন এই কয়েকটি ছত্রের ক্যাম্বেলি বাঙ্গলা দেখুন। প্রথম প্রথম এরূপ সাবেক বাঙ্গলাকে ক্যাম্বেলি বাঙ্গালা করা কিছু কঠিন হইবে কিন্তু অভ্যাসে কি না হয়। সে যাহা হউক ইহার ক্যাম্বেলি বাঙ্গলা দেখুন—

"খানায় যাহা থাকে তাহা খাইতে না পারিয়া যে বাঙ্গালির খুপ দুঃখ (হইল না, দুঃখ সংস্কৃত কথা। তবে ক্লেশ, কষ্ট এসমুদায়ই সংস্কৃত, অতএব হয় একটা ড্যাস কিম্বা "ইহা" দিলেও হয়) যে বাঙ্গালির খুপ ইহা হয়, কি ভাত খাইতে না পারিয়া যে বাঙ্গালির (মনুষ্য শব্দ ব্যবহার করিবার যো নাই কারণ উহা সংস্কৃত) ইহা হয় এই দুই বাঙ্গালিকে খানায় যাহা থাকে ও ভাত দিলে যত ইহা হয় এত আর যাহাতে আমরা থাকি তাহার মাঝে আর কিছুতেই হয় না। বাঙ্গালিকে দেওয়া দুই রকম। যে দেওয়াতে আপনার মুনুফা আছে ও যে দেওয়াতে মুনফা নাই। যে দেওয়াতে মুনুফা নাই সেই দেওয়াই দেওয়া, কিন্তু যে দেওয়ার সঙ্গে মুনাফা ইহা করা আছে তাহাতে একটুও গাছে যাহা ধরে তাহা নাই।"

দেখলেন! একেবারে ক্যাম্বেলি বাঙ্গালা এরূপ লিখিতেই বা এত কষ্ট কি, তবে এরূপ লিখিতে যাঁহারা না পারেন, তাঁহাদের আর একটী সুবিধা বলিয়া দেই। সাবেক বাঙ্গলার এই ছত্রটী মনোযোগ করিয়া পাঠ কর। এ আসল সাবেক বাঙ্গালা ও গত সংখ্যক হিন্দু রঞ্জিকা হইতে উর্দ্ধৃত:—

"দীর্ঘ কাল হইল, এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ পুরাতন গ্রন্থের পঠন ও পাঠ করা অভাব হওয়ায় হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রতি পালিত, অনেক বিষয়ই হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী অথচ সংস্কৃত শাস্ত্রানুধ্যায়ি মহাত্মা গণের অবিদিত থাকায় সম্পূর্ণ অসুবিধার কারণ হইয়াছে, সম্প্রতি ইত্যাদি ইত্যাদি"

করো ইহার ক্যাম্বেলি বাঙ্গালা করো, না পারো আমরা দেখাইয়া দিতেছি।—

"অনেক ইহা হইল, এই জায়গায় ইহা ইহা বহির ইহা ও ইহার না থাকায় হিন্দু ইহার ইহা ইহা। অনেক ইহাই হিন্দু ইহা ভালবাসেন ইহা সংস্কৃত ইহা ইহা বড় বাঙ্গালি না জানা থাকায় পুরো পুরি ইহা ইহা হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি,"

যদি বল উপরের ক্যাম্বেলি বাঙ্গালা কিছু বুঝিতে কষ্ট কিন্তু যাহার তরজমা করা হইল তাহাও বুঝিয়া উঠা তোমার আমার কর্ম্ম নয়। বিশেষ কথা বোঝা না বোঝায় তত আইসে না ভাষাটী পবিত্র করা চাই। ভাষা পবিত্র করিতে যদি উহা কুটীল হইয়া পড়ে তবে গবর্ণমেণ্টের অপরাধ কি। কথায় কথায় গবর্ণমেণ্টের দোষ দিলে চলে না। গবর্ণমেণ্ট ভাষা পবিত্র করিবার নিমিত্ত সংকল্প করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা যদি আর মোটে কেহ বুঝিতে না পারে, তাহাতেও গবর্ণমেণ্ট স্বীকার আছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট আর একটী মিনিট লিখেন, লিখিয়া অনুবাদক রবিন্সন সাহেবকে পবিত্র ক্যাম্বেলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে বলেন। সাহেব করেন কি, এ দিকে গবর্ণমেণ্টের হুকুম, নিজে আবার গবর্ণমেণ্টের চাকর, ভয়ে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া সেই মিনিট টী তরজমা করিবার নিমিত্ত আমার এখানে পাঠাইয়া দেন আর বলেন "সম্পাদক মহাশয় খবরদার! যেন একটী সংস্কৃত কথা না থাকে, তাহা হইলে ক্যাম্বেল সাহেব আমাকে মারিয়া ফেলিবে।" আমরাও অতি মনোযোগ পূর্ব্বক সেইটী সংস্কৃত কথা বাদ দিয়া যেমন দেখিলাম তেমনি লিখিলাম। মিনিটটী বড় গোপনীয় সুতরাং সকল প্রকাশ করিলে রবিন্সন সাহেব মারা পড়িবেন, এই জন্যে নিম্নে কিয়দংশ দিলেম। সম্পূর্ণ দিলেও হঠাৎ কেহ বুঝিতে পারিতেন না, তাহা খুপ বলিতে পারি। পাঠক, মনে থাকে যেন মাঝের যত সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়াছি কেবল বাঙ্গালা কথা গুলি রাখিয়াছি। অনুবাদটী এই:—

"(১) আমার এ রকম হয় না, সে যাহা হউক বাঙ্গালা উর্দ্দু স্লেট পেনসিল দিয়া কারখানা বজায় জায়গা নাই দেওয়াল ধাপ সুরকি ঢেঁকিতে কুটিয়া যখন রাজ কোটা থাকে তখন দোয়াতিতে পেন চাকু ইহাতেও বাঙ্গালির যেমন রোঁক দেখিতেছি তাহাতে এই হয় যে ভাত, চিংড়ির ঝোল, সজুনার খাঁড়া আস্তে কুড় মরি মরি! সেই যে জালিয়া মেথর ইংরেজ য়িহুদী, কিন্তু সাত কড়ি বিশ্বাস ইহার কিছু দড়ি পাকাইয়া কোষ্টার বাটীয়া আর কান্ত তলুয়া হাড়িতে কাপড় ধোপা হইতে পারে।

(২) "তবে সে হয়েন সে গুপারি আর পান" কিন্তু শ্রীবিষ্ণু! আমরা ক্রমে ক্রমে সমুদায় মিনিট টী লিখিয়া ফেলিবার যো করিয়া ছিলাম। এখন হে প্রিয় পাঠক! তোমরা মনে মনে উপরে যে তরজমা দেওয়া গেল তাহার মাঝে মাঝে কথা বসাইয়া অর্থ করিবার চেষ্টা কর দেখি কাহার কত দূর বুদ্ধি।

প্রেরিত।

মহাশয় আপনার ৩৯ সংখ্যা পত্রিকায় হবিবপুর গ্রামের যে বিবাহ বিষয়ক পত্র প্রকাশিত হয় গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কৃষ্ণ নগরের সেসন আদালতে আসামী কয়েক জন বেকসুর খালাস হইয়াছে। আমরা প্রত্যাশা করিতেছিলাম যে কন্যা কর্ত্তা ভবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখন বাড়ি আসিয়া পূর্ব্বোক্ত বিবাহের যে সকল অনুষ্ঠান বাকি আছে তাহা সরল মনে আমোদ আহ্লাদের সহিত সম্পন্ন করিবেন। দীন ভট্টাচার্য্য ও আপন পরিনীতা ভার্য্যা লইয়া সংসারি হইবেন কিন্তু কি দুঃখের বিষয়। ভব শঙ্করের অর্থলোভ এমনি বলবতী যে তিনি আপন কন্যাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া, পাত্রকে বলিয়াছেন যে, যদি তুমি ৫০০ শত টাকা দাও তবে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিই নতুবা অন্য বরের সঙ্গে বিবাহ দিব, এ কন্যাকে আর কেহ বিবাহ করিবেনা জানিয়া সে তাহাতে সম্মত হয় নাই সুতরাং কন্যার পিতা পুনরায় তাহার বিবাহ দিবার আশায় টোলধারী অধ্যাপক দিগের নিকট ব্যবস্থা চাহিয়া বেড়াইতেছেন। দেখি কি হয়। গোপনে বিবাহ যখন সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আসামীরা অব্যাহতি পাইল তখন আর কে এ পাত্রীকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে। পরিণামে দীনু ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী দীনু ভট্টাচার্য্যেরই হইবে আপাততঃ তিনি কিছু দিনের জন্য আপন বিবাহিতা স্ত্রীর ভোগ দখলে বঞ্চিত রহিলেন এই মাত্র আক্ষেপের বিষয়! আমরা আর ও ভয় করিতেছি যে ভবশঙ্করের অর্থ-লোভ বা গিরীবালাকে ব্যভিচারিনী করে। কারণ সে এক সময়ে বলিয়াছিল যে" দীন ভট্টাচার্য্যর সহিত যদি মিলন না হয় তবে আমার মনে যা আছে তাই করিব"। ঈশ্বর করুন যেন তাহার কোন দুর্ম্মতি না ঘটে।

রাণাঘাট—

২৮ ডিসেম্বর ১৮৭১।

মুল্য প্রাপ্তি।

বাবু তীশচন্দ্র রায় চৌধুরি কুণ্ডিগোপাল পুর রঙ্গ পুর ৭৯ সালের ৮

বাবু বিনোদ বেহারী সামন্ত ৭৭ সালের চৈত্র ৮

বাবু রামবানন্দ কর মামুদকাটি ৭৮ সালের মাঘ ৮

বাবু দিগাম্বর মিত্র ঝামাপুকুর ১২৭৯ সালের আশ্বিন ৬।০

বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত বামন হাটী ১২৭৮ সালের পৌষ ৮

বাবু কৈলাসচন্দ্র নন্দি কাশিনাথ পুর ৭৮ সালের ভাদ্র ১০

বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত ঝাউগাছি বনগ্রাম ৭৮ সালের মাঘ ৮

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দেব শ্যামপুখুর ৭৮ সালের চৈত্র ৬

বাবু রসিক লাল বসু দক্ষিণ পিরোজপুর ৭৮ সালের কার্ত্তিক ৮

বাবু দ্বারিকা নাথ ঘোষ, মেগনা ৭৭ সালের চৈত্র ৪

বাবু তারক নাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ৭৭ সালের চৈত্র ৮

বিজ্ঞাপন

READY FOR SALE.

A DIGEST of the ACTS and REGULATIONS for the Subordinate Executive Service Examination—price Rs 8; also a COMPILATION of the ACTS and REGULATIONS for B. L. and Pleadership Examinations – price Rs 9. Apply to Hridoy Chundra Dass Manager of the Victoria Press, 3, Bisshanath Mattylal's Lane, Bowbazar,

CALCUTTA.

NOTICE

A Novel full of Mystiries in Bengali.

আমার গুপ্তকথা, ২য়পর্ব্ব ২৪ফরমায় সমাপ্ত হইয়া রঙ্গিন ঠাইটেলে বাঁধান হইয়া পুস্তকাকারে বিক্রিত হইতেছে। মূল্য ৫/ ডাক মাসুল ৵ আনা, ৩য় পর্ব্বের ৫৩সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। প্রতি ফরমার নগদ মুল্য অৰ্দ্ধ আনা, কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়। সাহাজানের দরবারের রহস্য প্রকাশক "উজীরপুত্র" নামে আর এক খানি নবেল প্রতি শুক্রবার প্রকাশ হয়, মূল্য ঐ। এবং "বিদুষক" নামে এক খানি বাঙ্গালা Punch প্রতি শনিবার প্রকাশ হয়, মুল্য ঐ। উজীর পুত্র ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত এবং বিদুষক ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। এই তিন খানি পুস্তক কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অমৃত বাজার পত্রিকা আফিশ কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাঁড়ুর্য্যের গলি ৫২ নং বাটিতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পত্রাদি সেখানে পাঠান হয়।

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফিয়ার সাহের এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্তরিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে। ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাশুলছয় আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার

অমৃত বাজার।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যাস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডপেজিটারিতে. কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বক্ষর করীর নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়ের মাশুল ১০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাত বহুবাজার হিদে রাম বন্দপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটিতে শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ক্রটিতে ক্ষতি গ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারনের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সংকলিত হইয়াছে। মুল্য এক টাকা। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট ৮২ নম্বর-ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারারন ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

অবকাশরঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মূল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রে নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুবকইহার গ্রন্থকর্ত্তা

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণনগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশিপুর

বাবু নবীন চন্দ্র দেন, গোহাটি

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া।

যখন গ্রাহক গণ অমৃত বাজার পত্রিকায় মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়ান্ট পত্র অমরা গ্রহন করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকা মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক ৮ টাকা

ষান্মাসিক ৪৷৷০

ত্রৈমাসিক ৩৫

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵

ও ততোধিক বার ৴

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়েরগলি ৫২নংবাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।